প্রথম আলো

তারিখ ... 02 FEB 2005
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫

কালাইয়ে মাদ্রাসায় নিয়োগ নিয়ে অনিয়ম

ইউএনও অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ

কালাই (জয়পুরহাট) প্রতিনিধি

জয়পুরহাটের কালাইয়ে একটি মাদ্রাসার শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও মাদ্রাসা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্থানীয় বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা এ ঘটনায় গত সোমবার সন্ধ্যায় ইউএনও ও ওই অধ্যক্ষকে লাঞ্ছিত করেছেন। পরে তারা এই নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করতে বাধ্য হন। এই ঘটনায় ইউএনও, মাদ্রাসা অধ্যক্ষ ও বিএনপি নেতাদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, কালাই উপজেলার বেতনগ্রাম চশমায়ে উলুম ফাজিল মাদ্রাসায় চারজন শিক্ষক ও একজন কর্মচারী নিয়োগের জন্য আবেদনকারীদের নামে কোনো প্রকার ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু না করেই একটি নোটিশের মাধ্যমে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য গত সোমবার তাদের ইউএনও কার্যালয়ে উপস্থিত থাকতে বলা হয়।

জানা গেছে, লিখিত পরীক্ষার পরপরই মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটির একাংশের মাধ্যমে চাকরিপ্রার্থীরা জানতে পারেন অধ্যক্ষ খলিলুর রহমান চৌধুরী নিয়োগ কমিটিকে ম্যানেজ করে তার মনোনীত শিক্ষক পদে তিনজন প্রার্থীর কাছ থেকে ৬ লাখ টাকা এবং ঝাড়ুদার পদে এক প্রার্থীর কাছ থেকে ৮২ হাজার টাকা নিয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দিয়েছেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তারা পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের আগেই মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির একাংশকে নিয়ে স্থানীয় বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদলের নেতৃবৃন্দকে অবহিত করে। কালাই থানা বিএনপি সভাপতি ইব্রাহিম হোসেন ফকিরের নেতৃত্বে বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলের অর্ধশতাধিক বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মী ওইদিন সন্ধ্যায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে গিয়ে ইউএনও ও অধ্যক্ষের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চান। এ নিয়ে তাদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে ক্ষুব্ধ ছাত্রদল-যুবদল নেতারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রণব কুমার রায়ের ওপর চড়াও হয়। অধ্যক্ষ খলিলুর রহমান চৌধুরীও লাঞ্ছিত হন।

অন্য একটি সূত্র জানিয়েছে, মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির একাংশ ঝাড়ুদার পদে নিয়োগের জন্য অপর এক প্রার্থীর সঙ্গে ৮০ হাজার টাকায় চুক্তিবদ্ধ হয়। এ নিয়ে কমিটির ওই একাংশের সঙ্গে অধ্যক্ষের দ্বন্দ্ব বাধলে কমিটির লোকজন স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দের শরণাপন্ন হন।

স্থানীয় বিএনপি ও যুবদল-ছাত্রদলের নেতারা অধ্যক্ষ ও কমিটির একাংশের মনোনীত ঝাড়ুদার পদে দু প্রার্থীকেই বাদ দিয়ে তৃতীয় প্রার্থী হুনোয়ার হোসেনকে নিয়োগে রাজি না হওয়ায় তারা ইউএনও ও অধ্যক্ষের ওপর চড়াও হয়।

ওই ঘটনার পরপরই আরো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নিয়োগ কমিটি ওই নিয়োগের সকল কার্যক্রম বাতিল করেছে।

উপজেলা বিএনপি সভাপতি ইব্রাহীম হোসেন ফকির বিএনপি, ছাত্রদল-যুবদলের নেতাদের হাতে ইউএনও এবং অধ্যক্ষের লাঞ্ছিত হওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

অধ্যক্ষ খলিলুর রহমান চৌধুরী প্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, বিএনপির মনোনীত প্রার্থীকে নিয়োগ দিতে রাজি না হওয়ায় তারা তাকে এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিত করেছে।

কালাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রণব কুমার রায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে জানান।